গাংনীতে প্রবাসীর স্ত্রীর তিন লাখ টাকার স্বর্ণ নিয়ে লাপাত্তা জ্বিনের বাদশা

‘জ্বিনের বাদশা’র কথায় বিশ্বাস করে তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণ জমা দিয়ে পিতলের মূর্তি পেলেন এক প্রবাসীর স্ত্রী। প্রায় দুই মাস মোবাইলে যোগাযোগের পর এমন প্রতারণার শিকার হন ওই নারী। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী আশরাফুলের স্ত্রী লিলুফা খাতুনের সঙ্গে। এ ঘটনায় জেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভুক্তভোগী নারী জানান, দুই মাস আগে গভীর রাতে একটি অচেনা নম্বর থেকে তার মোবাইলে কল আসে। তিনি কল রিসিভ করলে অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে ‘জ্বিনের বাদশা’ পরিচয় দেন। কল কেটে দিলে পরিবারের বড় ক্ষতি হবে বলে ভয় দেখিয়ে কল না কাটতে বলেন। তিনি বিভিন্ন দোয়া-দরুদ ও মন্ত্র পড়তে থাকেন এবং এ বিষয়ে কাউকে কিছু না বলতে নিষেধ করেন।

পরদিন মধ্যরাতে আবার কল দিয়ে তাকে নিজের মেয়ে দাবি করেন এবং ধনসম্পদে ভরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এভাবে প্রায় দুই মাস ধরে তার সঙ্গে নিয়মিত কথা বলতে থাকেন।

গত শনিবার গভীর রাতে আবারও কল দিয়ে কথিত ‘জ্বিনের বাদশা’ বলেন, “তুমি আমার মেয়ে। তোমাকে অনেক ধনসম্পদ দিতে চাই। গাংনী বড় মসজিদের পেছনে একটি স্বর্ণের মূর্তি রাখা আছে। সেটি নিয়ে বাড়িতে গোপন জায়গায় রাখবে। বিনিময়ে তোমার বাড়িতে থাকা সব স্বর্ণের গহনা ওই স্থানে রেখে আসবে। পরদিন সকালে গহনাগুলো সেখান থেকে নিয়ে যাবে।”

তার নির্দেশনা অনুযায়ী লিলুফা খাতুন স্বর্ণের চেইন, দুল, চুড়িসহ বিভিন্ন গহনা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে মূর্তিটি বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরদিন রোববার দুপুরে গহনা নিতে গিয়ে সেখানে কিছুই না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। তখনই বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

পরে কথিত ‘স্বর্ণের মূর্তি’টি স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে গেলে জানা

যায়, সেটি পিতল/কাঁসার তৈরি। প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার খোয়া গেছে বলে জানান তিনি। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে উৎসুক জনতা মূর্তিটি দেখতে ভিড় করেন।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার বলেন, “এটি একটি প্রতারক চক্রের কাজ। ভুক্তভোগী অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুরে ২৬ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা রকেটের ডিএসআর

মেহেরপুরে ২৫ লাখ ৯৬ হাজার টাকা উত্তোলন করে লাপাত্তা হয়েছেন মোবাইল ব্যাংকিং সেবা রকেটের ডিএসআর আইয়ুব আলী (২৫)। এ ঘটনায় মেহেরপুর রকেট ডিস্ট্রিবিউটরের হাউজ ম্যানেজার আব্দুল হাবিব বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায়িএকটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত আইয়ুব আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে।

তবে অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেছেন রকেট ডিস্ট্রিবিউটর আশাদুজ্জামান সেলিম। তবে পুলিশ বলছে, আমরা সাইবার টিমের মাধ্যমে কাজ শুরু করেছি।

অভিযোগ পত্র থেকে জানা গেছে, আইয়ুব আলী প্রতিদিনের ন্যায় গত ২৪ নভেম্বর সোমবার সকালে মেহেরপুরে রকেট ডিস্ট্রিবিউটের স্টেডিয়ামাপাড়াস্থ অফিসে হাজিরা দেন। অফিসের কাজ শেষ করে তিনি ফিল্ডে যান। বিকাল ৫টার পর অফিসে ফিরে হিসেব দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি আর অফিসে ফিরে যাননি। অফিসে ফিরে না আসায় তার মোবাইল ফোনে ফোন করলে বন্ধ পাওয়া যায়। পরে তার বাড়িতে যোগাযোগ করলেও পাওয়া যায়নি। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি সে বিভিন্ন রিটেইলার ও এসআরদের নিকট থেকে সারাদিনে ২৫ লাখ ৯৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন।

অভিযোগকারী আরও জানান, ওই টাকা আত্মসাতের লক্ষ্যেই ডিএসআর আইয়ুব আলী নিজেকে আত্মগোপন করেছেন।

রকেটে ডিস্ট্রিবিউটর মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক আশাদুজ্জামান সেলিম বলেন, এ ঘটনায় আমরা থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছি। তবে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেছবাহ উদ্দিন বলেন, আমরা অভিযোগ পাওয়ার পর সাইবার টিমের সাথে যোগাযোগ করেছি। আশা করছি আগামীকাল (মঙ্গলবার) এ বিষয়ে স্পস্ট ধারণা নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

বাড়িবাঁকায় দোকান মালিকের কোটি টাকা উত্তোলণ করে লাপাত্তা বিক্রয় প্রতিনিধি

মেহেরপুরে স্যার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীর নামে বাজার থেকে প্রায় কোটি টাকা উত্তোলন করে চম্পট দিয়েছে এক বিক্রয় প্রতিনিধি।

বিক্রয় প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম (২৬) মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের জয়নালের ছেলে। বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামাল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়িবাকা গ্রামের আবির ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী আল মামুন। তিনি সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী। তিনি কয়েকটি কোম্পানির ডিলার হিসেবে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন দোকানে সার ও কীটনাশক সরবরাহ করেন। বাড়িবাকা গ্রামের জয়নালের ছেলে সাইফুল ইসলাম তার দোকানে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে ২ বছর যাবৎ কর্মরত। ২৪ ডিসেম্বর থেকে সাইফুল নিরুদ্দেশ থাকায় মামুন বিভিন্ন স্থানে তার খোঁজ নিতে থাকেন।

একপর্যায়ে তিনি জানতে পারেন সাইফুল মেহেরপুরের বিভিন্ন সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তার প্রতিষ্ঠানের নামে ৬০ লক্ষাধিক টাকা অগ্রিম হিসেবে উত্তোলন করেছেন।

সাইফুলের পরিবারের কাছে তার সন্ধান নিতে গেলে পরিবারের লোকজন

অসংলঘ্ন কথা বলাতে মামুন তার ব্যবসায়িক পার্টনারকে বিষয়টি জানাই। মামুনের ব্যবসায়িক পার্টনার মোবাইল ফোনে সাইফুলের সাথে কথা বললে সাইফুল তাকে জানায়, তার বাবা তাকে আত্মগোপনে যেতে বলেছে। এরপর থেকে সাইফুলের মোবাইল ফোনটিও বন্ধ আছে। উপায়ান্তর না পেয়ে মামুন এরপর সদর থানায় সাইফুলের বিপক্ষে একটি অভিযোগ দাখিল করেছে। অভিযোগটি গ্রহণ করা হয়েছে বলে মেহেরপুর থানা সূত্রে জানা গেছে।

বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামাল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,মামুন ও তার স্ত্রী আমার কাছে এসেছিল। তাদের কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখে আমি কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলি। ব্যবসায়ীরা আমাকে জানায় সাইফুল তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা উত্তোলন করেছে। গতকাল সাইফুলের বাবা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তার জন্ম নিবন্ধন সনদ উত্তোলন করেছে।

আল মামুন মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন বাজার থেকে ৭০ লাখ টাকা উত্তোলন করা সহ দোকানের আরও প্রায় অর্ধ কোটি টাকার ক্ষতি সাধন করেছে সাইফুল। কিছুদিন আগে সে নতুন পাসপোর্ট করেছে। আমার আশঙ্কা সে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেকোনো সময় সে বিদেশেও চলে যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে আমি মেহেরপুর সদর থানায় অভিযোগ করেছি।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ কনি মিয়া বলেন, টাকা আত্মসাৎ করে পালানোর বিষয়ে একটি অভিযোগ থানায় জমা পড়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।